জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির উনত্রিংশ/২৯তম এবং বর্ধিত সভার কার্যবিবরণী

গত ০৯/০৬/৯৬ইং (২৬/০২/১৪০৩ বাং) ও ৩০/৬/৯৬ইং (১৬/০৩/১৪০৩ বাং) তারিখ সকাল ১০ ঘটিকায় ডঃ এম এস ইউ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এবং নির্বাহী সভাপতি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ এর সভাপতিত্বে বিএআরসি সম্মেলন কক্ষে কারিগরি কমিটির যথাক্রমে ২৯তম সভা এবং এর বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের এবং কর্মকর্তাগনের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' ও 'খ' দেয়া হলো।

চেয়ারম্যান মহোদয় সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যপত্র অনুযায়ী নির্ধারিত আলোচ্যসূচি অনুসারে বিষয়গুলো উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য-সচিব ও বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর পরিচালক জনাব গোলাম আহমেদ কে অনুরোধ করেন। আলোচনায় বিষয় অনুসারে আলোচনা এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটির ২৮তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ ও গৃহীত সিদ্ধান্তের অগ্রগতি।

১ (ক) ঃ ২৮তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করণ।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ২৮তম সভার কার্যবিবরণী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ২৩/১২/৯৫ইং তারিখের ১৫৫৪ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে কমিটির সদস্যদের নিকট বিতরণ করা হয়। উক্ত কার্যবিবরণীর ওপর অদ্যাবধি কোন মন্তব্য, মতামত বা আপত্তি পাওয়া যায়নি।

সিদ্ধান্ত ঃ ২৮তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো।

১ (খ) ঃ ২৮তম সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তাবায়নের অগ্রগতি।

১। জানব ফজলুল হক সরকার, গ্রাম-ব্রাহ্মনচক, পোঃ নিশ্চিন্তপুর, জেলা-চাঁদপুর কে কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড, এর সদস্য নিয়োগের বিষয়টি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ২০-১-৯৬ইং তারিখের ৯৩ সংখ্যক স্মারকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

২। মাঠ মূল্যায়ন দলনেতাগণকে ২৮তম সভার মাঠ মূল্যায়নের প্রতিবেদন পরিচালক (সরেজমিন) এর মাধ্যমে প্রেরনের সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে এবং বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী মনিটরিং এর দায়িত্ব যথাসম্ভব পালন করছে।

৩। ধানের আবাদের ষ্ট্যাটাস রিপোর্টের বিষয়ে সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য এ সভায় পুনরায় বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছে।

৪। ব্রিডার বীজ প্রত্যয়নের বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন কমিটির প্রতিবেদন পাওয়া গেছে।

৫। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা বেসরকারী উৎপাদকের বীজ প্রত্যয়ন সম্পর্কে কারিগরি কমিটির সুপারিশ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৫তম সভায় অনুমোদন করা হয়েছে।

৬। কারিগরি কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত এসআরটি আইআখ-২৮ জাতীয় বীজ বোর্ড অনুমোদন করেছে এবং বাউ ধান-২ এর সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ যাচাই করে প্রতিবেদন প্রস্তুত ও পরবর্তী বোর্ড সভায় উত্থাপনের জন্য কারিগরি কমিটিকে অনুরোধ জানিয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটির ২৮তম সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সন্তোষজনক বলে বিবেচনা করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ ধানের আবাদের ষ্ট্যাটাস রিপোর্ট

২ (ক) কারিগরি কমিটির ২৮তম সভা ২.৩ আলোচ্যসূচির (খ) ও (গ) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফসলের ছাড়কৃত জাতের তালিকা সংরক্ষণ ও উক্ত তালিকা হতে ধানের জাতসমূহের একটি রিকমেনডেট লিষ্ট তৈরী করার সিদ্ধান্ত আছে। কিন্তু এই কাজের দায়িত্ব কাউকে দেয়া হয়নি। তাছাড়া বর্তমান বীজ নীতিতে জাতের ডি-নটিফিকেশনের ব্যবস্থা অন্তর্ভূক্ত আছে। রিলিজড ভ্যারাইটির তালিকা এবং ধানের জাতসমূহ হতে রিকমেনডেড লিষ্ট তৈরীর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ক) ফসলের ছাড়কৃত জাতের তালিকা তৈরী, সংরক্ষণ এবং কার্যার্থে সকলকে বিতরণের দায়িত্ব বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে দেয়া হলো।

খ) ধানের ছাড়কৃত জাতের মধ্যে রিকমেনডেড লিষ্টের খসড়া তৈরীর দায়িত্ব বাংলাদেশ ধান গবেষনা ইনস্টিটিউট কে দেয়া হলো। তাঁরা জাতগুলোর দেশের এ্যাগ্রো-ইকোলজিকাল অঞ্চলে চাষীদের নিকট গ্রহণ-যোগ্যতা এবং আঞ্চলিক উপযোগিতার বিষয় বিবেচনায় রেখে তৈরী করবে এবং কমিটির সদস্য সচিবের নিকট দাখিল করবে যাতে পরবর্তী সভায় আলোচনা করা যায়।

গ) কমিটির ২৭তম সভায় আলোচিত সার্ভে লিষ্ট এবং ব্রি কর্তৃক প্রস্তুত রিকমেনডেড লিষ্ট আগামী সভায়-সদস্য সচিব উত্থাপন করবেন।

২ (খ) ঃ বীজমান পুন ঃ নির্দ্ধারণ

কারিগরি কমিটি ২৫তম সভায় বর্তমান বিভিন্ন ফসলের বীজমান কোন কোন ক্ষেত্রে শিথিল আছে বিবেচনা করে ধান, গম, পাট, আলু ও আখ ফসলের বীজমান পুণঃ নির্ধারনের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। কারিগরি কমিটির ২৮তম সভার এবং বীজমান পুনঃ নির্ধারণ

কমিটির ১ম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিটির সদস্য সংখ্যা ৪ (চার) থেকে ১০ (দশ) এ সম্প্রসারণ করার প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছিল। অদ্যাবধি এ বিষয়ে প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। কমিটির কনভেনার ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী সভাকে জানান ইতোমধ্যে কমিটির সদস্য সংখ্যা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১০ জনে সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং কমিটির দ্বিতীয় সভায় ধান, গম, পাট ও আলু বীজের মানের উপর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাকী কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে প্রতিবেদন প্রদান করা হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ দ্রুত প্রতিবেদন প্রদান করার জন্য কমিটিকে পুনরায় অনুরোধ করা হলো এবং নটিফাইড সকল ফসলের জন্যই প্রতিবেদন তৈরী করতে হবে।

২ (গ) ব্রিডার বীজ প্রত্যায়ন।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৩তম সভার সিদ্ধান্ত ৭ (১) এ কারিগরি কমিটিকে ব্রিডার বীজ প্রত্যয়নের বিষয়ে নির্দিষ্ট সুপারিশ পেশ করতে বলা হয়। সে অনুযায়ী কারিগরি কমিটির ২৭ তম সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে ব্রিডার বীজ প্রত্যয়ন হতে হবে সিদ্ধান্ত হয়। তবে কিভাবে প্রত্যয়ন করা হবে সে বিষয়ে সুপারিশ করার জন্য একটি উপ-কমিটি গঠন করে দেয়া হয়।

উক্ত উপ-কমিটি এ বিষয়ে তাঁদের প্রতিবেদনে ব্রিডার বীজ প্রত্যয়নে মাঠ পরিদর্শন কাজ যৌথ কমিটির মাধ্যমে এবং বীজ পরীক্ষা ও ট্যাগ ইসুর কাজ একক ভাবে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর দ্বারা সম্পন্ন করার সুপারিশ করেছেন (পরিশিষ্ট 'গ')। যদিও জাতীয় বীজ নীতি ও বীজ আইন অনুযায়ী কাজটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর।

বিষয়টির ওপর বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং দেখা যায় যৌথ মাঠ পরিদর্শন ব্যবস্থা কৌশলগত কারণে যথা একই ফসলে ভিন্ন ভিন্ন জাতের ফসলের বিভিন্ন গ্রোথ ষ্টেজে একাধিকবার পরিদর্শন করা দরকার হবে এবং কমিটির সদস্যদের একত্র করে বারে বারে মাঠ পরিদর্শনরে মাধ্যমে সঠিকভাবে মাঠ পরিদর্শনের সম্পন্ন করা অসুবিধা হবে। নিয়ামানুয়ায়ী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে ব্রিডার কে সংগে নিয়েই মাঠ পরিদর্শন করতে হবে। দেশের বর্তমান বীজ আইনে কাজটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর দ্বারাই হওয়া উচিৎ এবং বর্তমানে তাঁদের কাজের সুবিধাদিও আছে। এছাড়া ইতিপূর্বে জাত উদ্ভাবন প্রতিষ্ঠান এবং যৌথ কমিটির তদারকের মাধ্যমে ব্রিডার সীডের প্রত্যয়ন ব্যবস্থাও সফল বা কর্যকর হয়নি। এ সকল দিক বিবেচনা করে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

১) ধান, গম, পাট এর ব্রিডার সীড প্রত্যয়ন এখনই শুরু করা যেতে পারে।

২) ব্রিডার সীড দেশের প্রচলিত প্রত্যয়ন পদ্ধতি অনুযায়ী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে প্রত্যয়ন করার অনুমতি প্রদান করার সুপরিশ করা হলো এবং ব্রিডার বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে নির্ধারিত ফি দিয়ে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীতে আবেদন করে প্রত্যয়ন নিতে অনুরোধ করা যেতে পারে।

২ (ঘ) ঃ ফসলের হাইব্রিড জাত ছাড়করণের পদ্ধতি তৈরী।

বিগত কারিগরি কমিটির ২৮তম সভায় প্রকৃত আলু বীজের দুটি বিদেশী জাত (এইচ পি এম ১১/৬৭ এবং এইচ পি এম ৭/৬৭) এর ছাড়করণের বিষয়ে টিসিআরসি কে মাঠ মূল্যায়নের ব্যবস্থাকরণের জন্য বলা হয়েছিল। মূল্যায়ন শেষে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটকে ছাড়করণের জন্য পূর্ণাংগ আবেদন জমা দিতে অনুরোধ করা হয়েছিল। তাছাড়া ফসলের হাইব্রিড জাত ছাড়করণের পদ্ধতি সুপারিশ করার জন্য পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু বারি থেকে প্রকৃত আলু বীজের জাত ছাড়করণের আবেদন এবং হাইব্রিড জাত ছাড়করন পদ্ধতির সুপারিশ প্রণয়ণ কমিটি থেকে এখনও সুপারিশ পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৫তম সভায়ও আলোচনা হয়েছে এবং হাইব্রিড জাত ছাড়করণের পদ্ধতি আগামী সভায় পেশ করার জন্য তাগিদ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া বীজ ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি জনাব কমল ব্যানার্জীকে উক্ত কমিটিতে কো-অপট করার জন্য বোর্ড অনুরোধ করেছে। এ বিষয়গুলো সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং নিয়মানুযায়ী ইতোমধ্যে মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে বলে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী সভাকে জানান।

সিদ্ধান্ত ঃ

১) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটকে প্রকৃত আলু বীজের উক্ত জাত দু'টি ছাড়করণের পূর্ণাংগ আবেদন জমা দিতে পুনঃতাগিদ দেয়া হলো।

২) হাইব্রিড ছাড়করণের পদ্ধতি সুপারিশ প্রণয়ন কমিটিকে দ্রুত প্রতিবেদন পেশ করতে অনুরোধ করা হলো এবং জনাব কমল ব্যানার্জীকে এ কমিটিতে সদস্য হিসেবে কো-অপট করার জন্য উক্ত কমিটির আহবায়ক কে অনুরোধ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ বাউ ধান-২ (বাউ-১৬) ছাড়করণ।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৫তম সভায় প্রস্তাবিত বাউ ধান-২ জাতটি প্রচলিত জাতসমূহের সাথে তুলনামূলক বিচারে সুবিধা অসুবিধাসমূহ যাচাই করে প্রতিবেদন প্রস্তুত ও পরবর্তী বোর্ড সভায় তা উত্থাপনের জন্য কারিগরি কমিটিকে অনুরোধ করেছেন। এ বিষয়ে উল্লেখ্য যে, কারিগরি কমিটির ২৮ তম সভায় প্রস্তাবিত জাতটি ধানের আকর্ষণীয় সোনালী রং, চালে এ্যামাইলোজের পরিমাণ বেশী, গাছ হেলে না পড়া, ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ ও সেচ ছাড়া তুলনামূলকভাবে ভাল ফলন পাওয়া যায় ইত্যাদি বিষয়গুলি বিবেচনা করে জাতীয় বীজ বোর্ডকে

ছাড়করণের অনুরোধ করা হয়েছিল। এ সভায় ব্রিডার এর উপস্থিতিতে সার ও সেচ ছাড়া তুলনামূলকভাবে অন্য আধুনিক জাতের চেয়ে ভাল ফলন ও অন্যান্য সুবিধা অসুবিধার বিবরণ তৈরী করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচন হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ডাঃ এ কে পাটোয়ারী, প্রফেসর, বিএইউ কে প্রচলিত জাতসমূহের সাথে তুলনামূলক বিচারে সুবিধা-অসুবিধার উপাত্তসহ তুলনামূলক বিবরণী কারিগরি কমিটির সদস্য সচিব এর বরাবরে প্রেরণ করতে অনুরোধ করা হলো। এ বিষয়ে অচিরেই একটি বর্ধিত সভায় আলোচনার জন্য পেশ করতে সদস্য-সচিবকে অনুরোধ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ বীজ আমদানীকালে বন্দরে বীজমান যাচাই।

জনাব মোঃ আবদুল হামিদ মিয়া, সদস্য-পরিচালক (শস্য), বিএআরসি অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, বীজ আমদানীকালে উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং এর বন্দরে পদায়িত কর্মকর্তা সংগনিরোধ পরীক্ষার কাজ করেন। যেহেতু বীজ, ডালপালা বা অংগ- প্রত্যংগ দেশে পরবর্তীতে চাষ করার জন্য আমদানী করা হয়ে থাকে সেই হিসেবে আমদানী করা বীজের মান যাচাই করার কাজ বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর। কাজেই বীজ প্রত্যয়ন ও সংগনিরোধ পরীক্ষার কাজ ভিন্ন দুইটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পাদনের চেয়ে একই প্রতিষ্ঠানে থাকা যুক্তিসংগত এবং উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং ও বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে একীভূত করলে ভাল হয়। উল্লেখ্য যে জাতীয় বীজ পলিসিতে আমদানীর সময় সংগনিরোধ পরীক্ষা ব্যতীত অন্য সকল নিয়ন্ত্রণ ক্রমান্বয়ে প্রত্যাহারের কথা বলা হয়েছে। বর্তমান আমদানী নীতিতে বীজ আলুর আমদানীর ক্ষেত্রে বীজমান যাচাইয়ের সুযোগ রাখা হয়েছে এবং বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী সে দায়িত্ব পালন করছে। কিন্তু বীজ আমদানী ও রপ্তানীর ক্ষেত্রে বীজমান প্রত্যয়নের কোন শর্ত সংগনিরোধ বিধিতে রাখা হয়নি যদিও বীজ অধ্যাদেশে আমদানী ও রপ্তানীর ক্ষেত্রে কঠোর শর্ত আরোপ করা আছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ১) আপাতত বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ও উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং একীভূত করণের কোন প্রস্তাব সরকারের নিকট প্রেরণ সংগত নয়।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ মান ঘোষিত বীজের পোষ্ট মার্কেট মান নিয়ন্ত্রণ।

জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৩৫তম সভায় সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাকে মানঘোষিত বীজ বিতরণের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় বীজ নীতি এবং বীজ বিধি মালায় উক্ত বীজের মান নিয়ন্ত্রণ এবং মান সম্পর্কে জাতীয় বীজ বোর্ডকে অবহিত করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী তাদের সামর্থের মধ্যে পোষ্ট মার্কেট মান যাচাই ও প্রতিবেদন প্রণয়নের মাধ্যমে তাদের ওপর অর্পিত কাজ শুরু করতে ইচ্ছুক। বিস্তারিত আলোচনাকালে ট্রুথফুল্লী লেবেলড্ বীজের ক্ষেত্রেও চাষীদের শিক্ষার মান বিবেচনা করে দেশের শস্য উৎপাদন ব্যবস্থা নিরাপদ রাখার প্রয়োজনে ফসলের সর্বনিম্ন বীজ মান ধার্য থাকা দরকার। কোন কোন সদস্য মনে করেন পোষ্ট কনট্রোল বা আইন প্রয়োগের কারণে সীড ডিলারগণ অনুৎসাহিত হতে পারেন। বিস্তারিত আলোচনা ও সুবিধা অসুবিধার বিষয় বিবেচনা করে নিম্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ আপাতত বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে স্পট মার্কেট সার্ভে এবং সীড ডিলারদের মাধ্যমে বাজারজাতকৃত বীজের নমুনা ক্রয় ও বিশ্লেষণ করে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য রিপোর্ট তৈরীর কাজের দায়িত্ব দেয়ার জন্য বীজ বোর্ডকে দেয়ার সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ বিনা দেশী পাট ২ ছাড়করণ।

বিনা দেশী পাট ২ (সি-২৭৮) প্রস্তাবিত জাতটি বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বিজেআরআই এর উদ্ভাবিত সিভিএল-১ জাতের বীজ সোডিয়াম এ্যাজাইড রাসায়নিক প্রয়োগের মাধ্যমে বংশ ধারা পরিবর্তন করে উদ্ভাবন করেছে। জাতটি আংশিক আলোক সংবেদনশীল। ফলে মার্চ মাসের ১লা তারিখ হতে বপন করলেও আগাম ফুল আসে না। জাতটি চারা অবস্থায় দ্রুত বর্ধনশীল। গাছ সিভিএল-১ জাত অপেক্ষা মজবুত ফলে ঝড়ে ভেংগে পড়ার সম্ভাবনা থাকে না, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী যেমন ঃ কান্ড পচা রোগ, বিছা ও নেমাটোড, এর আক্রমণ প্রতিরোধ অনেকাংশে সক্ষম। আঁশের মান ভাল, প্রায় তোষা পাটের মত। ফলন অন্যান্য সাদা পাটের জাতের চেয়ে বেশী, যদিও অনফার্ম ট্রায়ালে ৪-১২% বেশী। গড়ে ৫০% ফুল আসার সময় ১৪৩ দিন সিভিএল-১ এর তুলনায় প্রায় ১৫ দিন পরে। উক্ত তথ্য তাদের আবেদনে উল্লেখ করেছেন। মূল্যায়ন দলনেতা প্রস্তাবিত জাতটি সারা দেশে ব্যাপক চাষাবাদের জন্য জাত হিসাবে ছাড় করার পক্ষে মত দিয়েছে। আবেদনের উল্লেখিত তথ্য পর্যালোচনা করা হয় এবং নিম্নের সিদ্ধান্ত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ১) বিনাকে প্রস্তাবিত জাতটির ফলন ও অন্যান্য ভাল গুণসমূহের উপাত্ত আবেদন ছকের চাহিদা অনুযায়ী সাজিয়ে আবেদন সদস্য-সচিবের নিকট পুনঃজমা দিতে অনুরোধ করা হলো।

২) সদস্য-সচিবকে বর্ধিত সভায় আবেদন পেশ করতে অনুরোধ করা হলো।

অতঃপর অপরাহ্ণ ১২.১৫ মিনিটে চেয়ারম্যান মহোদয় উপস্থিত সদস্যদের ধন্যবাদ জানিয়ে সভা মুলতবী ঘোষণা করেন এবং বর্ধিত সভা ৩০-৬-৯৬ইং তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে বলে সকলকে জানান।

৩০-৬-৯৬ইং তারিখ সকাল ১০.০০ টায় বিএআরসি সম্মেলন কক্ষে ডঃ এম,এস,ইউ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে ২৯তম সভার বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে দেয়া হলো ঃ

আলোচ্য বিষয়-৭ ঃ বাউ ধান-২ (বাউ-১৬) ছাড়করণ।

কারিগরি কমিটির ২৮তম সভায় প্রস্তাবিত জাতটির গুণাগুণের উপর বিস্তারিত আলোচনার পর ধানের আকর্ষনীয় সোনালী রং, চালে এ্যামাইলোজের পরিমাণ বেশী, গাছ হেলীয়া না পড়ার ক্ষমতা, রাসায়নিক সার ও সেচ ছাড়া তুলনামূলকভাবে কোন কোন প্রচলিত জাতের চেয়ে ভাল ফলন পাওয়া যায় ইত্যাদি বিবেচনা করে জাতীয় বীজ বোর্ডকে জাতটি ছাড়করণের সুপারিশ করা হয়েছিল। জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৩৫তম সভায় এ জাতের ছাড়করণের বিষয়ে আলোচনা হয় এবং সভায় প্রচলিত জাতগুলির সাথে তুলনামুলক বিচার, উক্ত গুনাবলী ও প্রস্তাবিত জাতটি তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ যাচাই করে প্রতিবেদন প্রস্তুত ও পরবর্তী বোর্ড সভায় তা উত্থাপনের জন্য কারিগরি কমিটিকে অনুরোধ করা হয়।

জাতীয় বীজ বোর্ড এর উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে কারিগরি কমিটির ৯-৬-৯৬ তারিখে ২৯তম সভায় প্রস্তাবিত বাউ ধান-২ জাতটি গুণাবলীর বিষয়ে পুনরায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ সভায় প্রস্তাবিত জাতের সম্মানিত ব্রিডার উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি গুণাবলীর বিষয়ে পুনরায় কমিটিকে ব্যাখ্যা দেন। কমিটি ব্রিডার এর যুক্তি ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করেন এবং তাঁকে (ব্রিডার) প্রস্তাবিত জাতটি যে সকল গুণাবলীর জন্য ছাড়করণ করা যেতে পারে তার একটি বিবরণী দাখিল করতে অনুরোধ করেন। যাতে ৩০-০৬-৯৬ তারিখে বর্ধিত সভায় পুনঃ আলোচনা করে ব্যবস্থা নেয়া যায়। ব্রিডার উল্লিখিত গুণাবলীর সংগে সংশ্লিষ্ট উপাত্তসহ আবেদন জমা দিয়েছেন (পরিশিষ্ট-'ঘ')। আবেদনের উপাত্ত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় দেখা যায় যে, প্রস্তাবিত জাতটি কম সার প্রয়োগে নাইজারশাইল এর চেয়ে ভাল ফলন পাওয়া যায় এবং দেরীতে বপন এবং কম সার প্রয়োগেও তুলনামুলকভাবে ভাল ফলন হয়। তাছাড়া জাতটির গাছের উচ্চতা, ফুল আসার সময়, ম্যাচিউরিটি ডেইজ, ষ্ট্যাবিলিটি %, বি আর-১১ থেকে কম (টেবিল-৭ দেখা যেতে পারে)। প্রোটিন কনটেন্ট, চালে এ্যামাইলোজ কনটেন্ট ও সীড ওয়েট বি আর-১১, বি আর-২৫ অপেক্ষা বেশী। রোগ ও কোন কোন পোকামাকড় এর আক্রমণ এ জাতে কম হয়। মূল্যায়ন কমিটি প্রস্তাবিত জাতটির কিছু কিছু সুফল আছে বিধায় ছাড়করণের পদক্ষেপ দেয়া যায় বলে মত দিয়েছেন (পরিশিষ্ট-'ঙ') উক্ত গুণাবলী বিবেচনা করে জাতটি ছাড়করণের পক্ষে সকলে মত দেন এবং নিম্নের সিদ্ধান্ত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ ১) প্রস্তাবিত বিএইউ আর-২ লাইন উন্নত জাত হিসেবে আমন মৌসুমে সারাদেশে আবাদের জন্য বাউ-ধান-২ নামে ছাড়রণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডকে সুপারিশ করা হলো।

২) আগামী জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় ডঃ এ কে পাটোয়ারী, প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অব জেনেটিকস এন্ড প্লান্ট ব্রিডিং, বিএইউ, ময়মনসিংহ কে আমন্ত্রণ জানাতে অনুরোধ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৮ ঃ বিনা দেশীপাট-২ (সি-২৭৮) ছাড়করণ।

জাতটি বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) বিজেআরআই এর উদ্ভাবিত সিভিএল-১ জাতের বীজ সোডিয়াম এ্যাজাইড রাসায়নিক প্রয়োগের মাধ্যমে বংশ ধারা পরিবর্তন করে উদ্ভাবন করেছেন। জাতটি আংশিক আলোক সংবেদনশীল, ফলে মার্চ মাসের ১লা তারিখ হতে বপন করলেও আগাম ফুল আসে না। গাছ সি ভিএল-১ জাতের চেয়ে মজবুত ফলে ঝড়ে ভেংগে পড়ার সম্ভাবনা থাকে না। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী যেমন- কান্ড পঁচা রোগ, বিছা ও নিমাটোড এর আক্রমণ প্রতিরোধে অনেকাংশে সক্ষম। অন্যান্য দেশী পাটের চেয়ে ৭.৬৭% ফলন বেশী। গাছের উচ্চতা, গোড়ার ব্যাসার্ধ সিভিএল-১ অপেক্ষা বেশী। চারা অবস্থায় নাইট্রোজেন সার গ্রহণ ক্ষমতা অন্যান্য দেশী পাটের জাতের চেয়ে ৪ গুণ বেশী ফলে চারা গাছের দ্রুত বৃদ্ধি হয়। ফুল আসার ধরণ ডিটারমিনেট টাইপের। এ জাতের গুণাবলীর বিষয়ে বিগত ৯-৬-৯৬ তারিখে কারিগরি কমিটির ২৯তম সভায় আলোচনা হয়েছে। তৎপর বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কে আবেদন পত্রের চাহিদা অনুযায়ী উপাত্ত সাজিয়ে ৪৮ কপি দাখিল করার জন্য বলা হয়েছিল। তৎপর বিনা আবেদন/পরিমার্জন করে পুনঃ জমা দিয়েছে (পরিশিষ্ট-'চ')। প্রস্তাবিত জাতের আঁশের রং উজ্জল, ফলন বেশী, কাটিং কম, সর্বোপরি আগাম বপনের সুবিধা ইত্যাদি কারণে সকল সদস্য জাতটি ছাড়করণের পক্ষে মত দেন। তাছাড়া মাঠ মূল্যায়ন কমিটি জাতটি দেশের পাট উৎপাদন এলাকায় আবাদের উপযোগী বলে মতামত দিয়েছেন (পরিশিষ্ট-'ছ')।

সিদ্ধান্ত ঃ জাতটি-কে সারা পাট উৎপাদন এলাকায় আবাদের জন্য বিনা দেশী পাট-২ নামে ছাড়করণের সুপারিশ করা হলো।

অতপর সভায় কোন আলোচনা না থাকায় সকাল ১১.৩০ টায় চেয়ারম্যান মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর-
(গোলাম আহমেদ)
সদস্য-সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী।

স্বাক্ষর-
(ডঃ এম এস ইউ চৌধুরী)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী সভাপতি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ।

৯/৬/৯৬ইং তারিখে কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড, এর ২৯ তম সভায় উপস্থিত সদস্য/ কর্মকর্তাদের তালিকা ঃ

ক্রঃ নং	নাম	পদবী ও প্রতিষ্ঠান
১।	ডঃ মোঃ নজমুল হুদা	প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, কৃষি মন্ত্রণালয়
২।	জনাব চন্দ্রশেখর সাহা	অবঃ পরিচালক, বিনা
৩।	জনাব কে এম শামসুজ্জামান	এসএসও, বিনা
৪।	জনাব এম এ সামাদ	সীডমেন্স সোসাইটি
৫।	জনাব জি এম মঈনুদ্দীন	মহাব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি
৬।	ডঃ তুলসী দাস	সিএসও এবং প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ব্রি
৭।	জনাব এম এনামুল হক	পরিচালক, সরেজমিন উইং, ডিএই
৮।	জনাব আবদুল মুত্তালিব	সিএসও (ব্রিডিং), বিজেআরআই
৯।	জনাব এ এইচ এম দেলওয়ার হোসেন	সিএসও (এগ্রোনমী), এসআরটিআই
১০।	ডঃ এ কে পাটোয়ারী	প্রফেসর, বাকৃবি.
১১।	ডঃ মোহাম্মদ আলী	অধ্যাপক, ইপসা
১২।	জনাব মোঃ রুহুল আমীন সরকার	অতিরিক্ত পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড
১৩।	জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন	সিনিয়র ভ্যারাইটি টেষ্টিং অফিসার, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
১৪।	ডঃ মোঃ নাসির উদ্দিন	পরিচালক (গবেষণা) ব্রি
১৫।	জনাব মনির উদ্দিন খান	অতিরিক্ত পরিচালক, বীপ্রএ, গাজীপুর
১৬।	জনাব গোলাম আহমেদ	পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী

৩০/৬/৯৬ইং তারিখে, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ২৯তম সভার বর্ধিত সভায় উপস্থিত, সদস্য/কর্মকর্তাদের তালিকা ঃ

ক্রঃ নং	**নাম**	**পদবী ও প্রতিষ্ঠান**
১।	ডঃ মোঃ নাসির উদ্দিন	পরিচালক (গবেষণা), ব্রি
২।	জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন	মান নিয়ন্ত্রণ অফিসার, বীপ্রএ
৩।	জনাব কে এম শামসুজ্জামন	এসএসও, বিনা
৪।	ডঃ আঃ খালেক পাটোয়ারী	প্রফেসর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
৫।	ডঃ মোহাম্মদ আলী	অধ্যাপক, ইপসা
৬।	ডঃ এ বি এম আব্দুল্লাহ	পরিচালক (কৃষি), বিজেআরআই
৭।	ডঃ আঃ আউয়াল	প্রধান ইক্ষু প্রজননবিদ (গ্রেড-১) ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
৮।	জনাব জিএম মঈনুদ্দীন	মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি
৯।	জনাব লুৎফর রহমান	প্রফেসর, কৌঃউঃপ্রঃ বিভাগ, বাকৃবি
১০।	জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম	পরিচালক (গবেষণা), বিএআরআই
১১।	জনাব মোঃ রুহুল আমিন সরকার	অতিরিক্ত পরিচালক, তুলা উন্নন বোর্ড
১২।	ডঃ মোঃ নূর হোসেন	পিএসও,সিডিবি
১৩।	জনাব মোঃ মাজহারুল হক	অতিরিক্ত পরিচালক (সরেজমিন), ডিএই
১৪।	জনাব মোঃ মনির উদ্দিন খাঁন	অতিরিক্ত পরিচালক, বীপ্রএ
১৫।	জনাব গোলাম আহমেদ	পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী